দৈনিক বাংলা
তারিখ 06 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বহিরাগত সন্ত্রাসীরা পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে পুনরায় একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। গত কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রধানত এক শ্রেণীর বহিরাগত যুবক ফের নানা ছল-ছুতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার প্রয়াস পাচ্ছে। কোথায়ও কোথায়ও তাদের এই সংঘর্ষের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধও করে দিতে হচ্ছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, বরং বহিরাগত সন্ত্রাসীরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এ ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দেশের শিক্ষার পরিবেশ যেমন নষ্ট করা সম্ভব, তেমনি এই সন্ত্রাসী তৎপরতা সমাজের বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে গোটা সমাজের ভেতরে একটি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। সেই লক্ষ্যেই কোন কোন মহল সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পরপরই সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য একদল লোক অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে কলেজে এবং স্কুলে স্কুলে পর্যন্ত এ ধরনের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে দেশের শতাধিক স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, এই সন্ত্রাসমূলক কাজে স্কুলের ছাত্রদেরও সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে স্কুল ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে তাদের পথে নামিয়ে দেওয়া হয় বোমা-অস্ত্র-চাপাতিসহ। তারা লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তাঘাটে বেধড়ক ভাঙচুরও করতে শুরু করে। কলেজে কলেজে এ ধরনের সংঘাতের পরিস্থিতি শিক্ষাঙ্গনে শান্তি বিনষ্ট করে।

সবশেষে এই পরিকল্পিত সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায় ছাত্রীরা ও শিশুরা যাতে স্কুলে যেতে না পারে সে জন্য নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত এই সন্ত্রাসীরা গুজব রটিয়ে দেয় যে, অমুক কলেজের ছাত্রীকে অপহরণ করা হচ্ছে, অমুক কলেজের ছাত্রী অপহরণ করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্ডারগার্টেন শিশু অপহৃত হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। পত্রিকার সাংবাদিকরা সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে পান যে, এই সকল ঘটনাই গুজব। না কোন কলেজ বা স্কুলছাত্রী অপহৃত হয়েছে, না কোন কিন্ডারগার্টেন শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র থেকেও বারবার জানানো হয় যে, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। পরে সরকারী উদ্যোগে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

ধারণা করা যায়, সরকারকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নিচ্ছে। বিএনপির ওপর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবার পর থেকেই যারা সরকারকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল, তারা সে প্রয়াস অব্যাহতই রেখেছে। ফলে দেশে অশান্তি সৃষ্টির ধারাও বজায় আছে। এরা কখনওবা মেঠো আদালত গঠন করে, কখনও জাতীয় সংসদ বর্জন করে, কখনও সন্ত্রাস দমন বিলের বিরোধিতার নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, কখনও ভ্যাট প্রবর্তনে বাধা দিয়ে নানা রকম অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে। সর্বশেষ প্রয়াস ছিল সার্ক সম্মেলন কীভাবে ভণ্ডুল করা যায় তার অপচেষ্টা।

কিন্তু এর কোন প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত কাজে দেয়নি। জনগণ এদের কোন আহ্বানেই সাড়া দেয়নি। ফলে হতাশ হয়ে তারা আবার শিক্ষাঙ্গনে ফিরে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-শিক্ষকদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই সমস্যাকে ঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একটি জাতির শিক্ষাঙ্গনে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, তা হলে সেই জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙে দেওয়া যায়। সে উদ্দেশ্যে কেউ কেউ শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ অব্যাহত রাখতে চায়। এই বক্তব্য ধ্রুব সত্য।

বাংলাদেশে শিক্ষার পরিবেশ যাতে উন্নত হতে না পারে, যাতে এখানে বিশৃঙ্খলা বজায় থাকে তার সুপরিকল্পিত অপপ্রয়াস চলছে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। তাতে শিক্ষা পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপরিমেয়। আর একই সঙ্গে জাতিরও ক্ষতি হয়েছে অগ্রগতির ধারায়। এই অবস্থায় আমাদের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও হারিয়েছে। যারা এই অপকর্মটি করতে চেয়েছিল, তারা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষ জাতি হিসাবে পরিচালনার; উপযুক্ত মেধাশক্তি গড়ে তোলার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গনে তৈরি হয়েছে সেশনজট। এই সেশনজট দূর করার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শান্তি চায় সবাই।

পরবর্তীকালে নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে শিক্ষাঙ্গনকে রীতিমত এক রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয় স্বৈরশাহীর গদি টিকিয়ে রাখার জন্য। অস্ত্র সরবরাহ করা হয়, ছাত্রদের পথভ্রষ্ট করার জন্য সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন তারা।

কিন্তু বিএনপি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের পথ বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তার সুফল পাওয়া গেছে গত কয়েক মাসে। গত কয়েক মাসে সরকারের কঠোর মনোভাবের ফলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরে আসে। এতে জনমনেও স্বস্তির সৃষ্টি হয়। অভিভাবক মহল এবং সাধারণ ছাত্ররা এই পরিস্থিতিকে স্বাগত জানায়।

কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের এই শান্তি এক শ্রেণীর লোকের কাছে অসহ্য বলে মনে হতে থাকে। এরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন শক্তি। শিক্ষাঙ্গনে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলে, পড়াশোনা বিঘ্নিত হলে তাদের কিছু আসে যায় না। যায় আসে দেশের সাধারণ মানুষের, যাদের সন্তানেরা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে।

গত কিছুদিন যাবৎ পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির খবর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষাঙ্গনে এসব সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বহিরাগতরাই। গত ২ জানুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নিজেরা ক্যাম্পাসে কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালায়নি। বাইরের সশস্ত্র ব্যক্তিরা এসে মেডিক্যাল কলেজে হামলা চালায়। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। গত ৪ জানুয়ারি বিজ্ঞান কলেজেও ঘটেছে একই ঘটনা। ওই সময় কলেজে পরীক্ষা চলছিল। তখন একদল বহিরাগত যুবক এসে বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তখন কলেজের ছাত্র ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এই ঘটনার পর বিজ্ঞান কলেজও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা মনে করি, এইসব সংঘাত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত বছরের মত সুপরিকল্পিতভাবে কেউ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুনরায় নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। আমরা মনে করি, বিষয়টির যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এর পেছনের অপশক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তা না হলে ওই সন্ত্রাস পুনরায় শিক্ষাঙ্গন পেরিয়ে সমাজে প্রবেশ করবে। দেশে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইন চালু হবার পর সন্ত্রাসী তৎপরতা অনেকখানি কমে এসেছিল। ধারণা হয়, সেই সমাজ বিরোধীরা মহল বিশেষের মদতে পুনরায় সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাও বিঘ্নিত হবে। গত দেড় বছরে সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে শৃংখলা এনেছেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে গতির সৃষ্টি হয়েছে, ওই মহল তা নস্যাৎ করে দিতে চায়। তারই সূচনা ঘটছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের মাধ্যমে। দেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এদের কঠোর হাতে এখনই দমন করা দরকার।

রেজোয়ান সিদ্দিকী